পথ কেটে যাই

BANGLADARSHAN.COM

প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য

পথ কেটে যাই

পথ কেটে যাই আমরা সবাই–
ভবিষ্যতের জন্যে,
তাইতো আজকে হয়না থাকতে
গুহায় বা অরণ্যে।
ইটের পরে ইট সাজিয়ে
গড়ি ইমারৎ,
শক্ত করি ভিতটারে তার
ভেবে ভবিষ্যৎ।
পাহাড়-চূড়া, সাগর-তলে,
কিংবা গহন বন-জঙ্গলে,
ছুটে বেড়াই জলে-স্থলে–
সুদূর মহাশূন্যে–
পথ কেটে যাই আমরা সবাই
ভবিষ্যতের জন্যে।

BANGLADARSHAN.COM

মানিনে আমরা বিঘ্ন-বাধা,
করিনে শঙ্কা-ভয়,
দুর্গম পথে এগিয়ে চলি–
ক'রে তাদের জয়।
সফল আজকে নাইবা হ'লাম,
পথ কেটে তবু রেখে তো গেলাম,
এই পথেতেই আগামী দিনে
সফল হবে অন্যে–
পথ কেটে যাই আমরা সবাই
ভবিষ্যতের জন্যে।

পল্লীরজনী

নিঃঝুম নীরব রাত নেই কোলাহল,
থেকে থেকে পাণ্ডবেরা সমবেত সুরে–
খান্‌খান্ করে দেয় স্তব্ধতা সকল,
ঝিল্লিরব ভেসে যায় দূর থেকে দূরে।

ওই দেখো-তরুতলে জোনাকির মেলা,
বাদুড় বিহঙ্গ আদি দোলে ঊর্দ্ধশাখে,
পেঁচকের টুহু-রব, ছুটোছুটি-খেলা,
কুসুম-সৌরভে বন বিমোহিত থাকে।

এবার ফিরাও আঁখি নগরীর পানে–
চেয়ে দেখো–সারি সারি অট্টালিকা রাশি–
আলোয় আঁধারে তারা বিভীষিকা আনে,
সভ্যতার স্তব্ধ প্রেত হাসে ম্লান হাসি।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণছন্দে পল্লীরাত চির জাগরিত,
প্রাণহীন পড়ে থাকে নগর নিদ্রিত॥

মধ্যাহ্ন

বাবুই'র বাসা-বোনা নিবিড় দুপুর,
বহুদূর শূন্যে একা উড়ে যায় চিল,
আকাশের ছবি আঁকে প্রশান্ত পুকুর,
ঈথার-তরঙ্গে কাঁপে দিগন্তের নীল।

চারদিক সুন্‌সান পথঘাট শূন্য,
কর্মক্লান্ত মানুষের ক্ষণিক বিশ্রাম;
বাতাসেতে নাচে গায় উদ্দাম অরণ্য,
সূর্য-মেঘে লুকোচুরি চলে অবিরাম।

দিবসের মধ্য-ভাগ মধ্যাহ্ন-সময়–
মানুষের সৃষ্টি করা বিরতির কাল,
প্রকৃতিতে তার কোন নেই পরিচয়,
একটানা জ্বলে সেথা কর্মের মশাল।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যদীপ্ত পৃথিবীর মধ্যাহ্ন-লগন–
গতি ও স্থিতির এক ছবি চিরন্তন॥

মহাকাল মহাবিশ্ব

বর্তমান কিছু নয়, নয় ভবিষ্যৎ,
সব-ই ভূতের খেলা কালের জগতে,
যে জ্যোতিষ্ক-দলে গড়া এ বিশ্ব-জগৎ–
তারা যেন বালু-কণা সমুদ্র–সৈকতে!

যা-কিছু নজরে আসে সব-ই অতীত,
ভবিষ্যৎ-কে যায়না কখনোই দেখা,
বর্তমানের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়–রহিত,
মহাকালের নেইকো কোন সীমারেখা।

মহাবিশ্বে দৃশ্যমান যত গ্রহতারা,
সব ওই ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ;
অজানা বিশাল বিশ্ব কুহেলিকা ভরা–
প্রকৃত স্বরূপ যার অচিন্ত্য-অদৃশ্য!

BANGLADARSHAN.COM

মহাকাল-মহাবিশ্ব আদি-অন্ত হীন,
রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা চিরদিন।

এয়োতী-আকাশ

দু'বেলা সিঁদুর পড়ে এয়োতী-আকাশ,
রাতে পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ নীলাম্বরী শাড়ি;
সূর্যালোকে ঝলমল খুসির প্রকাশ,
কখনো বা মেঘে ঢাকা মুখ তার ভারি।

দিনেতে সোনার টীপ পড়ে সে কপালে,
বাতাসে উড়িয়ে দেয় রূপালী ওড়না;
রাতেতে সে জ্যোছনায় প্রেম-সুধা ঢালে,
হয়ে ওঠে মোহময়ী রূপসী অনন্যা।

গভীর নিশুতি রাতে করে সে আহ্বান–
ভেসে যেতে বহুদূর নক্ষত্র-জগতে,
যেখানে অনন্ত সুখ করে অবস্থান,
দুঃখ-ব্যথার যন্ত্রণা হয়না পোহাতে।

BANGLADARSHAN.COM

অথচ ওই আকাশ-কিছুই সে নয়,
শুধুই আলোর খেলা-প্রহেলিকাময়!

প্রকৃতির কান্না

সেদিনো এখানে ছিলো দীঘিভরা জল,
ছিলো বহু গাছপালা, ফলের বাগান,
পানকৌড়ি-পাতিহাঁস-পাখিদের দল–
কত সুরে সারাদিন গাইতো যে গান!

আকাশটা নেমে এসে সুদূর দিগন্তে
পৃথিবীকে চুমু খেতো সোহাগে মধুর,
সোনালী ফসল ভরা সবুজের প্রান্তে–
বেড়াতো বাতাসে ভেসে রাখালিয়া সুর!

কিন্তু হায়, মানুষের লোলুপ-নজর–
ঢেকে দিলো আকাশটা কংক্রিটের জালে,
ধ্বংস করে দিলো সব বন-সরোবর–
নির্মম-নিষ্ঠুর হাতে করাতে–কোদালে!

BANGLADARSHAN.COM

বিষাক্ত বাতাস আজ চারিদিক ঘিরে,
বিষণ্ণ প্রকৃতি কাঁদে গহন তিমিরে।

এক চিল্‌তে আকাশ

দিনান্তের ক্লান্তি শেষে
বসলে বাইরে এসে
দৃষ্টি পথে ওঠে ভেসে–এক চিল্‌তে আকাশ;
স্নিগ্ধ করে দেহমন,
মুগ্ধ করে দু'নয়ন,
চেয়ে চেয়ে দীর্ঘক্ষণ'–ফেলি মুক্তির নিঃশ্বাস–
এক চিল্‌তে আকাশ!
আকাশের রূপ হায় দেখেনা কেউ আজ,
ক্ষণে ক্ষণে বদলায় কত যে তার সাজ,
সারাদিন ব্যস্ত মানুষ-ছুটোছুটি, কাজ–
নেই তার অবকাশ–
এক চিল্‌তে আকাশ!
ছোটোরাও এখন সবাই আকাশ-বিমুখ,
শুধু পড়া, টি-ভি দেখা–এতেই তাদের সুখ,
দিনে দিনে বাড়ছে তাদের মনের অসুখ–
নেই আনন্দ উল্লাস–
এক চিলতে আকাশ!
অথচ, এই আকাশ-ই তো কত বিস্ময়-ভরা,
এই আকাশেই ভেসে বেড়ায় চন্দ্র-সূর্য-তারা,
পৃথিবীকে দিয়ে তাদের তাপ ও আলোক-ধারা–
করে প্রাণের বিকাশ–
এক চিলতে আকাশ!
আকাশ থেকে মহাকাশ–আদি-অন্তহীন,
তারই বুক কত রহস্য চলছে চিরদিন!
ভেবে ভেবে অন্ধকারে হই শুধু বিলীন–
মেলেনা কোনও ইতিহাস
হায়, এক চিলতে আকাশ!!

BANGLADARSHAN.COM

মেঘদূত

দীপ্ত সূর্যের দর্প নাশিয়া,
দগ্ধ ধরণী স্নিগ্ধ করিয়া,
তৃষিত প্রাণে তৃপ্তি আনিয়া–
–কে তুমি, মঙ্গল-দূত?
–আমি মেঘদূত।
সহসা নীলিম অসীম গগনে জেগে ওঠে আলোড়ন,
ধূম্র-পিঙ্গল দুরন্ত মেঘের শুরু হয় আস্ফালন।
পলকে পলকে গরজে চমকে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ–
প্রলয় নৃত্যের ঝঙ্কার তুলিয়া–ছুটে আসে মেঘদূত।

ঝ'রে ঝ'রে পড়ে আকাশ হ'তে বিন্দু বিন্দু বারি,
লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষুর প্রাণে দেয় সুধা সঞ্চারি।
নদী-সরোবর করে টলটল,
তরুলতাদল করে ঝলমল,
পৃথিবীর বুকে জাগে কোলাহল–
নাচে উল্লাসে পঞ্চভূত–
নবজীবনের বার্তা বহিয়া নেমে আসে মেঘদূত।

যুগে যুগে কবি কতসুরে-ছন্দে গেয়েছে তোমার গান,
কত বিরহীর হৃদয়-বারতা তোমাতে প্রবহমান!
কখনো রুক্ষ, কখনো কোমল,
কখনো হর্ষ, কভু আঁখি-জল,
কী যে কখন–বুঝিনা তোমায়–তুমি বড় অদ্ভুৎ,
বিশ্বলোকের বিস্ময় তুমি–ওগো মেঘদূত!

আজি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে–
জানাই আহ্বান তোমায় হরষে,
জুড়াও যাতনা শীতল পরশে–
তুমি শান্তির অগ্রদূত,
ধূসর পৃথিবীর ঊষর বক্ষে
এসো, এসো নেমে মেঘদূত॥

BANGLADARSHAN.COM

অমরত্ব-বর

আকাশের বুক চিরে মেঘের মিছিল
ছুটে গিয়ে দীর্ঘপথ গিরিরাজ পানে,
জানালো সমীপে তার আর্জি অনাবিল–
অমরত্ব-কেন প্রভু, দিলেনা এ প্রাণে?

মহাবিশ্বে গ্রহতারা–আকাশ-বাতাস,
গিরি-সিন্ধু-শিলা-মাটি সবাই অমর,
আমরাই ক্ষণজীবী, নেই স্থায়ী বাস–
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ঘুরি নিরন্তর!

বাষ্পরূপে জন্ম নিই সাগর সলিলে,
মেঘ হয়ে ভাসি ওই সুদূর গগনে
বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ি পৃথিবীর কোলে,
ফিরে যাই পুনর্বার সমুদ্র-অঙ্গনে!

BANGLADARSHAN.COM

গিরিরাজ বলে হেসে, এই তো সে-বর–
মৃত্যুহীন তোরা সব, শুধু রূপান্তর॥

রাত-দিন

উচ্ছল ঊর্বশী-সম চটুল চপল,
সূর্যের সোহাগ-রাঙা পৃথিবীর দিন;
অবিরাম হৈ-হুল্লোড় কল কোলাহল–
মানুষের আত্মসত্ত্বা করে দেয় লীন।

শান্ত স্নিগ্ধ তপঃ সিদ্ধ মোহময়ী রাত
রহস্যের মায়াজাল বোনে চতুর্দ্দিকে,
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মিষ্টি দৃষ্টিপাত–
নিয়ে যায় সীমাহীন দূর স্বপ্নলোকে!

এক তারা ভাসে শুধু দিনের আকাশে,
লক্ষ তারা ঝলমলে নিশীথ-গগন,
কর্মের জোয়ার জাগে দিনের প্রকাশে,
রাত দেয় বিশ্বজনে শান্তির লগন।

BANGLADARSHAN.COM

কর্ম-ক্লান্ত, তাপ-দগ্ধ দিবস রক্ষিন,
মোহিনী আবেশে ভরা রাত চিরদিন॥

পাথরের ও প্রাণ আছে

পাথরেরও প্রাণ আছে, আছে তার জীবন,
সুষুপ্তির মহানিদ্রায় সে চির-অচেতন।
সৃষ্টির সেই আদিম-কালে ছিলো সে চলমান,
দিক্‌দিগন্তে উদ্দাম বেগে হতো সে ধাবমান।
বিরামহীন-সংঘাতে হারিয়েছে সে চেতন–
পাথরের ও প্রাণ আছে, আছে তার জীবন।

মহাবিশ্বের মহাকাশে এক মহা বিস্ফোরণে–
জন্মেছিলো এই পৃথিবী সৌর লোকের অঙ্গনে।
নানান গ্যাসের তপ্ত বাষ্পে ছিলো এ গ্রহ ভরা,
কোটি কোটি পরমাণু সব ছুটতো বল্গা হারা।
ক্রমে ক্রমে তাদের-ই কেউ মিলন-কর্মে মহান
সাগর জলের শৈবালেতে জাগালো প্রথম প্রাণ।
কেউ কেউ আবার জমাট বেঁধে হলো নিথর নিস্পন্দ,
পাথর রূপে রইলো তারা পড়ে হারিয়ে জীবন-ছন্দ।

BANGLADARSHAN.COM

আজও তাদের স্তব্ধ দেহের ঘুমন্ত কোষে কোষে
হানলে আঘাত পরমাণুরা ফুঁসে ওঠে আক্রোশে।
একবার যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যায় কভু তার,
মহাশক্তির প্রলয়-নৃত্যে হবে সব ছারখার।
নিদ্রিত তাই থাকুক সে, নিস্তব্ধ সারাক্ষণ–
পাথরেরও প্রাণ আছে, আছে তার জীবন॥

পথের পাঁচালী

আঁকাবাঁকা দীর্ঘদেহ শীর্ণ কলেবর,
পড়ে থাকে অনাবৃত পথ নিরন্তর।
প্রতিদিন কত মানুষ এ পথ দিয়ে যায়–
কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেউবা থাকে চিন্তায়।
একই দৃশ্য, একই পথ, এক জনগণ,
তবুও যেন তাদের রূপ ভিন্ন প্রতিক্ষণ!

চলেছিলো যারা বহুদিন আগে এই পথে একদিন,
আজকে তারা কোন অজানায় হয়ে গেছে সবে বিলীন।
এখনো এই পথের বুকে যদি পাতা যায় কান,
শোনা যাবে তাদের পদধ্বনি, কান্না-হাসির গান।

এ পথে যারা চলছে আজ, থাকবেনা তারাও কেউ,
নিয়ে যাবে তাদের অচিন দেশে মহাকালের ঢেউ।
নিত্য নূতন মানুষজন, প্রতিদিন আসে যায়–
পথ চিরদিন একই থাকে, পথিক বদলায়॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতির প্রতিশোধ

আজ যেখানে ধূসর মরু–
ছিলো তা কভুও সবুজ শ্যামল,
আজ যেখানে পাহাড় উঁচু–
হয়তো তা ছিলো সাগর অতল।
কত অরণ্য বিলীন হয়েছে
দাবানল ও প্লাবনে,
কত সভ্যতা হারিয়ে গিয়েছে
সুনামি ও ভূকম্পনে।
যুগে যুগে মানুষ হয়েছে বেহুঁশ,
করেছে প্রকৃতি-সংহার,
প্রকৃতি ও তেমনি নির্মমভাবেই
দিয়েছে ধ্বংস উপহার।
মিশর, মেসোপটেমিয়া,
নালন্দা, রোম, ব্যাবিলন,
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা–
সব-ই তার নিদর্শন।

সবুজ সরিয়ে আজো মানুষ
গড়ছে বসতি, কারখানা,
জলা বুজিয়ে ও একইভাবে
তারা বানাচ্ছে প্রাসাদ নানা।
কীটনাশকের অবাধ প্রয়োগে
বাড়ছে জটিল রোগ,
হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী,
বাড়ছে বহু দুর্ভোগ।
জলাশয়ে নানা বর্জ্য ফেলে
দূষণ ঘটাচ্ছে জলে,
গাছপালা ও জীবজন্তুরা
বিপন্ন আজ সকলে।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী খুঁড়ে তুলছে মানুষ
খনিজ, কয়লা ও তেল,
বিপন্ন করছে ভূ-স্তর তার,
ফাটাচ্ছে পাহাড়ে ও শেল।
কলকারখানার ধোঁয়া ও আগুনে
বাড়ছে বিষাক্ত গ্যাসের চাপ,
‘গ্রীন-হাউজ এফেক্টে’ বায়ুমণ্ডলে
বাড়ছে অসহনীয় উত্তাপ,

হিমবাহ সব গলছে দ্রুত
আসছে মহা-প্রলয়,
ওজোন-স্তর ভেদ করে হচ্ছে
মারণ-রশ্মি উদয়।
‘গ্লোবাল-ওয়ার্মিং’ দিচ্ছে ‘ওয়ার্ণিং’–
হও সবে সাবধান,
নইলে এ পৃথিবী হবে অচিরেই–
নিষ্প্রাণ এক শ্মশান।

BANGLADARSHAN.COM

সৃষ্টি-তত্ত্ব

সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান করতে
যেতে হবেনা বেশী দূরে,
সৃষ্টিতত্ত্বের হদিশ রয়েছে
মানুষের-ই এ শরীরে।
এই ব্রহ্মাণ্ড ছিলো একদিন
বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড,
কোনো এক মহা-বিস্ফোরণে তা
ভেঙে হল খণ্ড খণ্ড।
ছুটতে ছুটতে সেই খণ্ডগুলি
উদ্‌ভ্রান্তের মত–
সৃষ্টি করলো বহু নক্ষত্রপুঞ্জ–
জ্যোতিষ্ক শত শত।
সবাই তারা আশ্রয় পেলো
ওই মহাশূন্যের অঙ্গনে,
চলতে থাকলো সুশৃঙ্খলে
এক মহাশক্তির বন্ধনে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে
আছে যত উপাদান,
মানব-শরীরেও পাওয়া যায়
সে সবের-ই সন্ধান!
এখানে ও এক অদৃশ্য-শক্তি
সৃষ্টি করে জীবন,
সুশৃঙ্খল ভাবে দেহের সব
করে সে নিয়ন্ত্রণ।
শক্তির উৎস ফুরালেই যেমন
মৃত্যু হয় জ্যোতিষ্কের,

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণের স্পন্দন থামলে তেমনি
মৃত্যু হয় মানুষের।
মানব-দেহ মহাবিশ্বের মহা আকর-ভাণ্ড,
মানব-দেহেই বিরাজিত সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রকাণ্ড॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবন–এক ঝলক আলো

জীবনটা যেন এক আলোর ঝলক,
মুহূর্তে যা জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল কিরণে;
সবকিছু দীপ্ত হয় ফেলিতে পলক,
হারায় আঁধারে পুনঃ আলোক বিহনে।

কোথা থেকে আসে আর কোথা চলে যায়–
কোনোই খবর তার কেহ নাহি জানে,
কতদিন দেবে আলো এ স্নিগ্ধ ধরায়–
অনন্ত চলার পথে চিরশূন্য পানে!

অন্ধকার হতে শুরু, অন্ধকারে শেষ,
পৃথিবীর স্থিতিটুকু শুধু আলোকিত,
বৃত্তাকার পথে শেষে হয় নিরুদ্দেশ–
সীমাহীন মহাশূন্যে রহস্যে–আবৃত।

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ লক্ষ আলো আসে, লক্ষ লক্ষ যায়,
চিরদীপ্ত রহে বিশ্ব তাহারি ধারায়॥

জীবনের দিনগুলি

জীবনের দিনগুলি নানা রঙে আঁকা–
কোনটা কলিমাময়, কোনটা রঙিন,
কোনটা কর্মবহুল, কোনটা বা ফাঁকা,
আবার কোনটা ভরা বিষাদ-মলিন।

শৈশবের দিনগুলি ছিলো স্বপ্নময়,
উচ্ছল আনন্দ-ভরা, ভাবনা-বিহীন,
যৌবনের রণাঙ্গনে কত শক্তিক্ষয়,
বেলাশেষে দেখি সব শূন্যেতে বিলীন!

ভবিষ্যৎ দিনগুলি হবে যে কেমন–
জানিনা কিছুই হায়, চলি পথ বেয়ে,
হয়তো বা আলোকিত হবে সারাক্ষণ,
কিংবা ঘন অন্ধকারে যাবে সব ছেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু জানি, শেষদিন সব রঙ মিশে–
একাকার হয়ে যাবে চির-অহর্নিশে।

অতৃপ্তির হাহাকার

মানুষের সব স্বপ্ন যদি সত্যি হ'তো,
ভাষা পেতো যদি তার সমস্ত কল্পনা,
যদি তার সব ইচ্ছা কভু পূর্ণ হ'তো–
থাকতো কি এ জগতে দুঃখ ও যন্ত্রণা?

জীবন-প্রভাতে ফোটে বহু আশা-ফুল,
মধ্যাহ্নের খরতাপে হয় তারা ম্লান,
অপরাহ্নে ঝরে যায় স্বপ্নের মুকুল,
বেলাশেষে হয় সব শূন্যে অবসান!

মানুষের সব স্বপ্ন হলে ও পূরণ,
হয়না হৃদয় তার তৃপ্ত কোনদিন,
নতুন স্বপ্নের সেথা ঘটে জাগরণ,
আবার ছোটে ধরতে সোনার হরিণ!

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের কামনার কোন শেষ নাই–
অতৃপ্তির হাহাকার বুকে তার তাই॥

ঋণ-পরিশোধ

কিছুই পারিনি দিতে ধরনী তোমায়,
বুকভরা ব্যথা তাই বাজে নিশিদিন;
দিয়েছ নিয়ত শুধু তুমিই আমায়,
কেমনে শোধিবে বলো, সে বিশাল ঋণ?

জন্ম হতে দিচ্ছ তুমি অন্ন-জল-বায়ু,
আলো-আশা ভালোবাসা নিরাপদ ঠাঁই;
দিনে দিনে বাড়িয়েছ মোর পরমায়ু,
রেখেছ হাতের কাছে যখনি যা চাই!

আত্মগ্লানি জাগে সদা হৃদয়ে জননী,
পারিনা দিতে তোমায় কোন প্রতিদান,
আছে কিছু অন্তরের ভাব-সুর-বাণী–
তাই দিয়ে গাই আমি তব জয়গান।

BANGLADARSHAN.COM

এ দিয়ে হয়না জানি, ঋণ পরিশোধ,
এ শুধু দীনজনের কৃতজ্ঞতা বোধ।

এই দেহ

এই দেহে একটু লাগলে ছেঁকা–
কতনা কাতর হই,
অথচ এ দেহ পোড়ায় যখন–
তখন সে ব্যথা কই?
সে ব্যথাটা যার চলে বুঝি
প্রিয়জনদের মনে,
দগ্ধ করে হৃদয় তাদের
তীব্র দুঃখের দহনে।
এই দেহকে ছোট্ট থেকে
করতে লালন-পালন–
কত যত্ন, চিন্তা-ভাবনা
করতে হয় সারাক্ষণ।
নিজের পায়ে দাঁড়াতে তাকে
করতে হয় কত লড়াই,
ভাঙ্‌তে হয় কঠিন পথ,
কতনা চড়াই-উৎরাই।
এই দেহেরই সৌন্দর্য আর
শ্রীবৃদ্ধির তরে–
প্রতিনিয়ত মানুষ যে কত
রূপ-চর্চা করে।
এই দেহের-ই সুখের তরে
কতনা চেষ্টা তার,
সকাল থেকে কত ছুটোছুটি,
সংগ্রাম অনিবার।

জানে মানুষ–এই দেহটা
থাকবে না দু'দিন পরে,
মুছে যাবে সব স্মৃতিচিহ্ন–
মহাকালের ঘূর্ণিঝড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও এই দেহের মাঝেই
যতক্ষণ থাকে প্রাণ,
বড় মমতায় তার প্রতি সে
থাকে সদা যত্নবান।
এত কষ্ট আর যত্নেতে গড়া
এই দেহ একদিন,
কোথা চলে যায়-কেউ জানেনা,
কোন সে দেশে অচিন!

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু-ই মিত্র

মৃত্যু নয় কখনোই কারো দুশমন,
মৃত্যুর মতো বান্ধব কে আছে এমন?
জীবনের শেষ লগ্নে সে-ই আসে পাশে,
যত কিছু দুঃখ-ব্যথা পলকে বিনাশে।
দূর করে চিন্তারাশি উদ্বেগ ও জ্বালা,
কান্না-হাসি ভরা যত নিত্যকার পালা।
লাভ-ক্ষতি লোভ-হিংসা হানাহানি–যুদ্ধ,
মুহূর্তে উধাও হয় তারা সবসুদ্ধ।
নিয়ে যায় সে সুদূর চিরশান্তি ধামে–
যেখানে দুঃখের রাত কভু ও না নামে।
আনন্দের দীপশিখা জ্বলে চিরদিন,
উদ্ভাসিত থাকে সবে খুসিতে রঙিন।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু তাই মানুষের মিত্র চিরন্তন,
মৃত্যুতে-ই মুক্ত হয় সকল বন্ধন॥

প্রেম-মৃত্যুহীন

সবকিছু চলে যায়, শুধু ভালোবাসা–
বেঁচে থাকে চিরদিন পৃথিবীর ’পরে,
হতাশার অন্ধকারে দেয় আলো-আশা,
জাগায় খুসির সুর বিষণ্ণ অন্তরে।

চেয়ে দেখো ঝলমল যমুনার তীরে–
যুগ যুগ বিরাজিত ঐ তাজমহল,
সাজাহান-মমতাজ বিলীন তিমিরে–
বেঁচে আছে আজো সেই প্রেম-শতদল!

অন্তহীন-ভালোবাসা শাশ্বত-মহান,
মানব-মহিমাকে তা করে উদ্দীপিত,
মর্ত্যলোকে সৃষ্টি করে স্বর্গীয়-উদ্যান–
মহাকাল-স্রোতে ও যা থাকে অবিকৃত।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের প্রদীপ্ত-শিখা চিরদিন জ্বলে,
হয়না তা ম্লান কভু এ ধরণী তলে॥

প্রথম রাতের কবিতা

একসূত্রে গাঁথিয়াছি জীবনের মালা,
একপথে আমাদের শুরু অভিযান;
সহিবো একই সাথে যত দুঃখ জ্বালা,
গাহিবো একই সুরে আনন্দের গান।

এতদিন ভিন্নপথে ছিলো এ জীবন,
একত্রে আবদ্ধ হ'লে আজ থেকে তুমি,
পরস্পর অসম্পূর্ণ আমরা এখন–
শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধ তুমি আর বাকি অর্দ্ধ আমি!

আজ হতে বন্ধু তুমি জীবনের পথে,
সুখ দুঃখ বেদনার তুমি চিরসাথী;
আমার প্রেরণাদাত্রী চিন্তা-কর্ম-ব্রতে,
তুমি ছাড়া এ জীবন চন্দ্র-হারা রাতি।

BANGLADARSHAN.COM

আজিকার এই রাত, এই মধুক্ষণ,
মিলনের মহামন্ত্রে হোক চিরন্তন॥

ভালোবাসার রূপ

ভালোবাসা–উড়ন্ত চিলের মত বল্গাবিহীন,
ভালোবাসা–দুরন্ত ঝড়ের মত বন্ধনহীন।
ভালোবাসা–ফুটন্ত গোলাপের মত ভরা স্নিগ্ধতায়,
ভালোবাসা–চলন্ত ঢেউয়ের মত টেনে নিয়ে যায়।
ভালোবাসা–ছুটন্ত উল্কার মত ধায় নিরুদ্দেশে,
ভালোবাসা–জ্বলন্ত আগুনের মত পোড়ায় নিঃশেষে।
ভালোবাসা–অনন্ত আকাশের মত উন্মুক্ত উদার,
ভালোবাসা–প্রশান্ত সাগরের মত গভীর অপার।
ভালোবাসা–দিগন্ত-অরণ্যের মত ঘনরহস্যময়,
ভালোবাসা–ধাবন্ত হরিণের মত মনে শঙ্কা ও ভয়।
ভালোবাসা–ফলন্ত গাছের মত দেয় খুসির আলো,
ভালোবাসা–নিশান্ত সূর্যের মত মুছে দেয় কালো।
ভালোবাসা–একান্ত-ই হৃদয় দেয়া-নেয়া,
ভালোবাসার–চূড়ান্ত রূপ-পরিণীত হওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা পরিণয়ে পেলে পরিণতি,
ভালোবাসার মাধুর্য হয়ে যায় ইতি।
ভালোবাসা কারো কাছে উজ্বল আলো-আশা,
ভালোবাসা কারো কাছে শুধুই সর্বনাশা॥

প্রতীক্ষা

আমার মানসীর তরে–
অপেক্ষায় রবো আমি যুগ যুগ ধরে।
যতদিন না পাই তার দেখা–
বেয়ে যাবো জীবনের তরীখানি একা,
বিশ্বসাগর 'পরে–
আমার মানসীর তরে।

হয়তো হবেনা দেখা কভু কোনদিন,
সার হবে শুধু মোর এই তরী বাওয়া;
তিলে তিলে এই দেহ হয়ে যাবে লীন,
বৃথাই যাবে মোর সব পথ চাওয়া!

হয়তো বা হবে দেখা জীবনের প্রান্তে–
যখন অশক্ত আমি শীর্ণ কলেবর;
ভাবনা যখন শুধু নীরবে একান্তে–
সমাসন্ন বিদায়ের অন্তিম প্রহর।

সেদিনো আসলে কাছে মানসী আমার,
সফল-সমাপ্তি হবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার॥

BANGLADARSHAN.COM

চাতক-তৃষ্ণা

এখনো অতৃপ্ত আমি চাতকের মত,
চেয়ে থাকি ভেসে চলা দূর মেঘ-পানে,
এখনো তৃষ্ণায় বুক ফাটে অবিরত,
জানিনা বরষা কবে তৃপ্তি দেবে প্রাণে!

চারদিকে কত মেঘ করে আনাগোনা,
আশার সঞ্চার ঘটে হৃদয়-আকাশে,
কিন্তু হায়, তারা সব উড়িয়ে ওড়না–
ভেসে যায় ডানা মেলে উদ্দাম উল্লাসে!

তবুও হতাশ নয় চাতক-হৃদয়,
বৃষ্টির প্রত্যাশা তার থাকে না অপূর্ণ;
জলদ মেঘেরা শেষে নিম্নগামী হয়,
বারিধারা কণ্ঠ তার করে পরিপূর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ও আশাতে তাই আছি নিশিদিন,
আমার তৃষ্ণাও হবে তৃপ্ত একদিন॥

হে মোর মানসী

হে মোর মানসী,
এত কাছে তুমি–
তবু দাওনা ধরা–
যেন সুদূর পরবাসী!

থেকে থেকে শুধু আলেয়া-সম
ছলিছ এ অন্তর মম,
হৃদয় আমার চাতম-সম
তৃষিত উপবাসী–
হে মোর মানসী!

তোমার হাসির বিদ্যুৎ-ঝলকে
টুটে যায় আঁধার আঁখির পলকে,
নতুন দিনের ঊষার আলোকে–
মুছে যায় গ্লানিরাশি–
হে মোর মানসী!

তুমি বেড়াও শুধু অলকার দেশে–
স্বপ্নপুরীর সাগরে ভেসে,
প্রার্থনা মোর এই শুধু শেষে–
দাও ধরা কাছে আসি–
হে মোর মানসী॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমি এখন এসোনা

প্লিজ, তুমি এখন এসোনা।
তুমি কাছে এলেই, আমি ভুলে যাই সব–
এলোমেলো হয়ে যায় ভাবনা।
পড়ে থাকে সমস্ত কাজ,
হু হু করে বয়ে যায় সময়–
কড়া নাড়ে ব্যর্থতার আওয়াজ।
অথচ, তোমাকে দেখার জন্য–
মনের গভীরে এক অদম্য বাসনা,
তোমাকে দেখাবার জন্য,
আমার যত প্রয়াস, যত কিছু সাধনা!
তোমাকে দেখলে কাছে–
রামধনু-রঙ্ ঝিক্‌মিক্ করে–
মনের আকাশে।
হাজার ওয়াট্ বাল্বের মত
দীপ্ত হয় চতুর্দ্দিক,
পৃথিবীটা যেন হয়ে ওঠে
আনন্দময় এক স্বপ্নের প্রতীক।
তাই, তোমার আসার পথে–
আমি বারবার ফিরে চাই,
কিন্তু হায়, তুমি কাছে এলেই–
আমি সব ভুলে যাই!
মোহিনী আবেশে মুগ্ধ হয় মন–
আচ্ছন্ন হয় চেতনা,
হৃদয় জুড়ে থাকো তুমিই সারাক্ষণ–
বিঘ্নিত হয় সাধনা!
তাই, তাই এক বুক ব্যথা নিয়েও
আজ বলছি তোমায়–
প্লিজ, তুমি এখন এসো না, এখন এসো না।

BANGLADARSHAN.COM

মমি

ভালোবাসার মানুষেরা
চিরদিন ‘মমি’ হয়ে থাকে
হৃদয়ের পিরামিডে।
কোন নিবিড় নির্জন মুহূর্তে–
স্মৃতির ‘মাউসে’ ক্লিক করলেই–
খুলে যায় সেই পিরামিডের দুয়ার।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
ভালোবাসার সেই মানুষেরা
তাদের পূর্ণ প্রতিকৃতি নিয়ে।
হারানো দিনের রঙিন মুহূর্ত্তগুলি–
ঝলমল করে ওঠে মনের আকাশে–
একাত্ম হয়ে যাই আমিও তাদের সাথে।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ-ই একটু অসতর্কতায় ‘মাউস’টা নড়ে গেলে–
বন্ধ হয়ে যায় পিরামিডের দুয়ার–
অদৃশ্য হয়ে যায় ভালোবাসার মানুষেরা
গভীর অন্ধকারে।
বিষাদ-ব্যথায় যদিও ভরে বুক,
অশ্রুতে যদিও ভরে চোখ,
মনে তবু জাগে না দুঃখ্–
মমিরা তো ঘুমিয়ে আছে
আমার-ই বুকের মাঝে–
পরম শান্তিতে, নিবিড় নিশ্চিন্তে!

হায়, আমার-ই শুধু
‘মমি’ হওয়া হবে না–
কারো হৃদয়ের পিরামিডে!

মহান-ভারত

ভারতবর্ষ এক মহান দেশ, মোদের জন্মস্থান,
উত্তরে তার হিমালয়, দক্ষিণে গায় সাগর গান।
পূর্বে বিরাজে মায়নমার, বঙ্গোপসাগর,
পশ্চিমেতে পাকিস্তান আর আর সাগর–
মাঝখানে তার ভারতমাতা চিরদীপ্যমান,
ভারতবর্ষ মহান দেশ, মোদের জন্মস্থান।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীরা, গুজরাট থেকে অরুণাচল,
আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ, ভারতবাসীর বাসস্থল।
ভিন্ন তাদের ভাষা ও ধর্ম, ভিন্ন রীতি-নীতি,
ভিন্ন তাদের আচার-বিচার, ভিন্ন সংস্কৃতি।
তবুও তারা অন্তরেতে সবাই এক সমান–
ভারতবর্ষ মহান দেশ, মোদের জন্মস্থান।

BANGLADARSHAN.COM

যুগ-যুগান্ত ভারতমাতার পুণ্য বেদীর 'পরে–
কত সাধক, মহামানব গেছেন সাধনা করে।
আমরা ও আজ কঠিন পথে তাদের পথ ধরি'
এগিয়ে যাবো সমুখ পানে কঠোর সাধনা করি।
বিশ্বমঞ্চে ওড়াবো আমরা দীপ্ত জয়-নিশান–
ভারতবর্ষ মহান দেশ, মোদের জন্মস্থান॥

আমার দুঃখিনী মা

আমার দেশ, জন্মভূমি, আমার দুঃখিনী মা,
অশ্রু কেন নয়নে তোমার, হৃদয়ে বেদনা?
তোমার মাঠে সোনার ফসল, ফলে ভরা গাছ,
মাটির নীচে কতনা খনিজ, জলে কত মাছ।
তবুও তোমার সন্তানদের অন্ন জোটে না–
আমার দেশ, জন্মভূমি, আমার দুঃখিনী মা!

আজো কেন ভাই-বোনেরা অতল অন্ধকারে–
ডুবে আছে অশিক্ষায় আর অন্ধ কুসংস্কারে?
কেন তারা অসুস্থতায় চিকিৎসা পায় না–
আমার দেশ, জন্মভূমি, আমার দুঃখিনী মা!

ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই বাঁধিয়ে স্বার্থান্বেষীর দল,
হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানিতে করছে তোমায় দুর্বল।
দেশের ভালো বা দশের ভালো–ওরা চায় না–
আমার দেশ, জন্মভূমি, আমার দুঃখিনী মা!

তুমি কি মা-গো, চেনোনা সেই সমাজ-শত্রুদের,
মানুষ মেরে গোছায় যারা নিজেদের আখের?
হিংস্র-লোলুপ সেই পশুদের–ক্ষমা কোরো না–
আমার দেশ, জন্মভূমি, আমার দুঃখিনী মা॥

BANGLADARSHAN.COM

আহ্বান

কে জ্বালাবে সমাজে আলো,
কে দেখাবে রাস্তা?
সামনে ঘন অন্ধকার,
নেই কারো আস্থা।
স্বাধীনতায় অনেক স্বপ্ন
জেগেছিলো সব বুকে,
আসবে দেশে নতুন দিন,
বাঁচবে মানুষ সুখে।
কিন্তু হায়, যারাই যেখানে
চালাচ্ছে শাসন-ভার,
কেউ তারা চায়না কখনো
মানুষের উপকার।
গ্রামে গঞ্জে অসুখে-অনাহারে
এখনো মানুষ মরে,
জন-প্রতিনিধি বা প্রশাসন
ভাবেনা তাদের তরে!

BANGLADARSHAN.COM

দলাদলি আর দুর্নীতির পাঁকে
ডুবছে একটা জাতি,
দিকে দিকে শুধু ক্ষমতা-অর্থের
চলছে ঘৃণ্য-বেসাতি।
উন্নয়নের ঢাক-যতই বাজুক–
ভেতরটা শূন্য-ফাঁকা,
লোপাট হয়ে যায় মাঝপথে হায়–
গরিবের খাদ্য-টাকা!
মানুষকে এভাবে বঞ্চিত করে যারা
করছে স্বার্থসাধন,
একদিন তাদের দিতে হবে জবাব–
ফুঁসছে মানুষ জন।

হে কাণ্ডারী, এখনো কি তুমি
থাকবে নির্বিকার,
নিমজ্জমান এ জাতিটাকে
করবে না উদ্ধার?
তোমার ডাকে আসুক এগিয়ে–
নতুন দিনের সৈনিক,
দেখাক তারা সব মানুষকে
জীবনের পথ সঠিক।
বঞ্চনা-শোষণ-দুর্নীতি-পীড়ন–
দাও করে সব শেষ–
সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে আবার
জাগাও নতুন দেশ॥

BANGLADARSHAN.COM

একজাতি একপ্রাণ একতা

একজাতি-একপ্রাণ-একতা–
আমাদের সকলের একতা।
একসাথে সবে মিলে চলবো,
বিভেদের বেড়াজাল ভাঙ্গবো,
তুলবো গড়ে সবে একাত্মতা–
একজাতি একপ্রাণ একতা।
তুমি থাকো কাশ্মীরে, আমি কেরালায়,
সে থাকে গুজরাটে কিংবা বাঙ্‌লায়;
যেখানেই যে থাকিনা কেন,
ভাই বলে সবে ভাবি যেন,
গড়ে তুলি নিবিড় আত্মীয়তা–
একজাতি একপ্রাণ একতা।
BANGLADARSHAN.COM
যদিও আমাদের ভাষা নয় এক,
যদিও নিয়ম-নীতি-ধর্ম অনেক,
তবুও একথা যেন রাখি সবে মনে–
এটাই আমার দেশ, জীবনে-মরণে;
ভুলিনা যেন–“আমরা ভারতী”-তা–
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

আমাদের পরিচয়

ধর্ম থাকুক ঘরের ভিতর কিংবা ধর্মস্থানে,
বাইরে তার হবে না প্রকাশ–কভু কোনখানে।
একই মানুষ আমরা সবাই
একই চলার পথ,
একই ভাবে এ পৃথিবীর বুকে–
চালাই জীবন-রথ।
একই দুনিয়ার জল-বাতাসে
তৈরী মোদের প্রাণ,
এক সুরে গাই আমরা সবাই
সুখ-দুঃখের গান।
স্বার্থান্বেষী সব ধান্দাবাজেরা
ধর্মের দোহাই দিয়ে–
মানুষে মানুষে বিদ্বেষ-বিষ–
দিতেছে আজ ছড়িয়ে।
ধর্মীয় বা দলীয় নেতা,
মৌলবী বা পণ্ডিত,
ধর্ম নিয়ে হিংসা ছড়ানো–
নয় কারো উচিত।
ধর্ম-হলো চলার পথে আলোক-বর্তিকা,
সুস্থ জীবন-যাপনের নীতি-নির্দ্দেশিকা।

যে ধর্মেই আমরা থাকিনা কেন,
যেখানেই হোক না স্থান,
মানুষ হিসেবেই দেখবো সবে–
করবো সবার কল্যাণ–
এসো তবে ভাই, মিলে মিশে সবাই–
একসাথে করি কাজ,
বিভেদ-বিহীন এক মহান দেশ

BANGLADARSHAN.COM

গড়ে তুলি সবে আজ।
হিন্দু না মুসলিম, বৌদ্ধ না খ্রীষ্টান?
–এ প্রশ্ন আর নয়।
‘মানুষ’ নামেই আমাদের সবার–
হোক না পরিচয়॥

BANGLADARSHAN.COM

মন্দির-মসজিদ

মন্দিরে ও আছেন আল্লা,
মস্‌জিদে ভগবান,
বিশ্বজুড়েই বিশ্বপিতা
করেন যে অবস্থান!
মন্দির-মস্‌জিদ যেখানেই বসে
ধ্যান করা হউক তার,
দেখা দেন তিনি সব ভক্ত-হৃদয়ে,
করেন মঙ্গল সবার।
মন্দির-মস্‌জিদ দেখতে পৃথক,
ভিতরে তো একই গড়ন,
কেউ পূজা করে সেথায় দেবতার–
কেউ করে আল্লার স্মরণ।
ঈশ্বর-আল্লায় নেই কোন ভেদ–
উভয়ে তারা এক,
একের ধ্যানই করছে মানুষ
নাম ধরে অনেক।
যিনি ঈশ্বর, তিনিই আল্লা,
তিনিই রহিম, রাম,
ধর্মে-ধর্মে, ভাষায়-ভাষায়–
বদলায় শুধু নাম।
মৌলবী-পণ্ডিত, হিংসা নয় ভাই,
শোনাও মিলনের গান,
মানব প্রেম-ই সবার উপরে–
বলে তাই বেদ-কোরাণ!
মন্দির কিংবা মস্‌জিদ–মানুষের গড়া–
অতি ক্ষুদ্র ইমারৎ,
দুনিয়ার মালিককে বন্দী রাখবে সেথা–
কার এত হিম্মৎ?

BANGLADARSHAN.COM

মন্দির-মস্‌জিদ তারা শুধুই
পবিত্র ধ্যানের স্থান,
মস্‌জিদেও ধ্যান করো হে হিন্দু,
মন্দিরে মুসলমান॥

BANGLADARSHAN.COM

ধর্মের নামে

ধর্মের নামে বজ্জাতি করে
স্বার্থান্বেষী শয়তান,
ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধিয়ে
তারা আখের গোছান।
অন্য ধর্মের মানুষকে তারা
বলেন–বিধর্মী, কাফের,
বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেন
কোমল হৃদয়ে তাদের।
যতই জ্বলছে হিংসার আগুন,
ততই তাদের কদর,
অটুট থাকবে ক্ষমতা তাদের,
বাড়বে লাভের বহর।
মৌলবাদী ও কিছু অসৎ নেতা–
এভাবেই ছড়িয়ে বিষ–
সমাজের বুকে বিরোধ বাধান
এনে অশান্তি অহর্নিশ।
সাধারণ মানুষ সবাই চায়
চলতে মিলে মিশে,
গ্রামে বা শহরে, ইস্কুলে-কলেজে,
কারখানা-অফিসে।
বিভেদকামী ও ধান্দাবাজেরা
হও সবে হুঁশিয়ার,
ধর্মের নামে বিদ্বেষের বিষ
ঢেলোনা তোমরা আর।
সব মানুষকে মিলেমিশে এবার
একসাথে দাও বাঁচতে
নইলে তারাই তাড়াবে তোমাদের
নিয়ে বন্দুক, লাঠি, কাস্তে।

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্বেষ নয়, হৃদয়ে জাগাও
মহামিলনের বাণী,
আসবে তবেই সুখ ও শান্তি,
শেষ হবে হানাহানি॥

BANGLADARSHAN.COM

ভগবদ্দর্শন

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত তুমি,
বিশ্বপিতা ভগবান–
অথচ কোথাও খুঁজিয়া আমি
পাইনে তব সন্ধান!
তোমার খোঁজে গিয়েছি মন্দিরে,
মস্‌জিদে ও গীর্জায়–
দেখেছি সেথা ভণ্ডের-ই ভিড়,
দেখিনি তোমারে সেথায়।
ভেবেছি–তবে হয়তো বা আছো–
সুদূর কোনও তীর্থে,
গিয়েছি সেথাও সন্ধানে তব
বাসনা-ব্যাকুল চিত্তে।
পাহাড়ে-অরণ্যে গিয়েছি আবার,
গিয়েছি, দুর্গম গুহায়–
কোথাও তোমার পাইনি সাক্ষাৎ–
কোথাও–দেখিনি তোমায়।

শেষে একদিন শুনি দৈববাণী–
ওরে, অস্থির কেন তোর এ চিত্ত?
নিরিবিলি বসে ভাব একমনে,
বুঝবি তবেই আমার অস্তিত্ব।
বাসনা যদি তোর থাকেই প্রবল,
মন যদি থাকে শুদ্ধ,
পেতে তবে আমায় হবেনা করতে–
ছুটোছুটি-মহাযুদ্ধ।

ঘরে ফিরে শেষে নিরালায় বসে
করিনু নিবিড় ধ্যান,
চেয়ে দেখি-একি, সম্মুখেই তুমি–
বিশ্বপিতা ভগবান!

BANGLADARSHAN.COM

পণ-ভিক্ষুক

ভাবছো তুমি বিয়ে করবে–নিয়ে প্রচুর পণ,
জেনে রাখো–পণ নেয়া কিন্তু বে-আইনী এখন।
বিয়েতে যারা পণ-নেয় আর পণ-দেয় যারা,
আইনের চোখে অপরাধী উভয়ে আজ তারা।
নিজের যদি না থাকে ক্ষমতা, করতে যেওনা বিয়ে,
বিলিয়ে দিও না আত্মসম্মান পণ-রূপ ভিক্ষা নিয়ে।
বলতে পারো–কোন যুক্তিতে চাইছো তুমি এ পণ–
বিয়েটা যখন দু'পক্ষের-ই সমান প্রয়োজন?
বিয়ে-তো এক সামাজিক রীতি যৌথ জীবন গড়ার,
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের-ই সেথা সমান অধিকার।
তোমরা তো বাপু বসিয়ে বৌ-কে খাওয়াবে না চিরকাল,
লাগাবে তাকে সংসারের কাজে প্রতিদিন সাঁঝ-সকাল।
রান্নাবান্না, সাফ্-সাফাই–ঠিকমতো সব সামলানো,
ঘরবাড়ি রক্ষা, খাবার দেয়া–সময়ে সব যোগানো।
সকলের সেবা, দেখাশোনা করা–কতনা কাজের বাহার–
কোথায় কখন কার কি প্রয়োজন–সব দায় যেন তার!
ভোর থেকে রাত অবধি–নেই তার কাজের অন্ত,
ঠিকঠাক রাখতে চতুর্দ্দিক খাটে সে অবিশ্রান্ত।
তার এ কাজের কখনো কেউ করেনা মূল্যায়ন,
যেহেতু সে বাড়িতেই খাটে, পায়না তাই বেতন।

পুরুষ-'কাজে' বেতন পায়, নারী-তবে কেন নয়?
হিসাব করেই দেখা যাক্–স্ত্রীর কত প্রাপ্য হয়।
হাজার টাকা রান্নাবান্নায়, নিরাপত্তা রক্ষায় হাজার,
হাজার টাকা সেবা-শুশ্রুষায়, অন্য সব কাজে হাজার,
বিনোদনে হাজার ধরে–মোট পাঁচ হাজার টাকা বেতন–
দিতে হবে এবার প্রত্যেক স্ত্রীকে, নেবে যারা বিয়েতে পণ।
সেই টাকায় মেয়েটি শুধবে কিছু পিতৃঋণ,

BANGLADARSHAN.COM

কষ্ট করে মানুষ তাকে করেছে যে এতদিন।
পণ-ভিক্ষুকরা বিনাশর্তে আর পাবে না কোন কন্যা,
ভিক্ষুকের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিলে নামে যে অশ্রু-বন্যা!
ভেবে দেখো তাই, এর পরেও চাইবে কি তুমি পণ,
—না বিনাপণেই বিয়ে করে কাটাবে সুখের জীবন?

BANGLADARSHAN.COM

সমাজ-বন্ধু

এখন আমাদের অনেক-অনেক টাকা চাই–
অন্যকে বঞ্চিত করে হোক, শোষণ করে হোক,
বিপদে ফেলে কিংবা আতঙ্কিত করে হোক,
প্রয়োজনে তাদের শেষ করেও–
আমাদের করতে হবে তা কামাই;
এখন অনেক অনেক টাকা চাই।
আমরা প্রশাসক, আমরা জনগণের নেতা,
আমরা ডাক্তার-ব্যবসায়ী, অথবা করি শিক্ষকতা;
এককালে আমাদের বলতো সবাই–
সমাজের উপকারী বন্ধু,
অথচ আজ তারাই বলে–আমরা নাকি অর্থলোভী,
সমাজের শত্রু!
ন্যায়-নীতি, বিবেক-আদর্শ–
আমাদের নাকি কিছুই নাই,
ভোগ-বিলাস আর প্রাচুর্যের জন্য–
শুধু টাকার দিকেই তাকাই!
আত্মগ্লানি জাগে মনে–
টাকাই কি সব, দু'দিনের এ জীবনে!
লক্ষ লক্ষ দুস্থ-মানুষ আজ ধুঁকছে ঘরে ঘরে,
একটু সাহায্য পেলে ওরা বেঁচে যেতো চিরতরে।
জানাতো তারা অন্তরের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান,
গর্বে আমাদের ভরে উঠতো বুক–তৃপ্ত হতো প্রাণ।
হায়, ভাবিনি তা কোনোদিন–
একটা নেশার ঘোরেই ছুটেছি শুধু–
টাকার পিছে রাতদিন!
শপথ নিলাম আজ তাই–

BANGLADARSHAN.COM

অর্থের পিছে আর নয়–
এবার ‘মানবিক’ হতে চাই,
দেশ ও দশের সেবায়
‘সমাজ-বন্ধু’ হতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

সাম্যরাজ

সাম্যরাজের প্রবক্তরা দেখিয়ে পেশীর বল–
বলছে হেঁকে–এক সারিতে আসবি কিনা বল।
জানিস না এখন আনছি আমরা দেশে সাম্যবাদ,
ধনী-গরিব, পণ্ডিত-মূর্খ থাকবে না কোন বিবাদ!
দিয়ে দে তোর বাড়তি সব, জমি-জমা-অর্থ,
নইলে হবে মহাবিপদ, ঘটবে অনর্থ।
লেলিয়ে দেবো গুণ্ডা-মস্তান, লাগবে তারা পিছনে–
লুট হবে তোর মান-সম্মান, মরবি ধনে–প্রাণে।
বড়লোক যদি না থাকে সমাজে, গরিবের হবে না দুঃখ,
জ্ঞানী-গুণীদের হটাতে পারলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে মূর্খ।

পণ্ডিতকে নামিয়ে মূর্খদের সাথে বসাবো এক আসনে,
মূর্খরাই দেবে পণ্ডিতদের জ্ঞান, দেখবে তা সর্বজনে!
লেখা-পড়ার-নেই দরকার, জুটবে না কাজ তাতে,
বাড়বে শুধু শিক্ষিত বেকার সরকারের খাতাতে।
ভালো-মন্দে ফারাক রাখবোনা; করে দেবো সব একাকার,
স্বাস্থ্য-শিক্ষার নামী প্রতিষ্ঠানে ভীড় করবে না কেউ আর।

নীচের লোককে উপর দিকে তোলা অনেক কঠিন কাজ,
উপরের লোককে তাই নীচে নামিয়ে গড়ছি সাম্যরাজ!

BANGLADARSHAN.COM

শকুনের বাসা

গাছে নেই শকুনেরা, আকাশে-ও নেই,
ভিড়ে গেছে তারা সব নানান পার্টিতে;
যেখানে টাকার গন্ধ, তারা সেখানেই,
হামলে পড়েছে সবাই ধান্দাবাজিতে!

দুর্নীতি-তোলাবাজি, অন্যায়-অবিচার–
দিচ্ছে তারা সমাজটা করে লণ্ডভণ্ড;
কেড়ে নিচ্ছে মানুষের ন্যায্য-অধিকার–
গণতন্ত্রের আদর্শ–যাচ্ছে হয়ে পণ্ড!

মানুষ তো আজ আছে সমাজের বুকে,
সব তো যায় নি হয়ে লোলুপ শকুন,
তাঁরাই দাঁড়ান যদি একসাথে রুখে–
পালায় সে শকুনেরা কোথায় দেখুন!

BANGLADARSHAN.COM

লোকালয়ে শকুনের কোন স্থান নাই,
ভাগাড়েই একমাত্র হবে তার ঠাঁই॥

ডাস্ট্‌বিনের কুত্তা

ঘেউ ঘেউ ঘেউ–
সাবধান, এই ডাস্ট্‌বিনের কাছে
আসবে না কেউ।
এখানে যত আছে খাবার–সব আমার, সব আমার।
কাছে ভেড়ার চেষ্টা কোরো না কেউ–
ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

দেখেছো আমার দাঁত?
এই দেখ তীক্ষ্ণ নোখ,
শোননি হিংস্র গর্জন,
দেখোনি রক্ত চোখ?
–কাছে এলেই করবো সাবার–হুঁশিয়ারি, হুঁশিয়ারি।

BANGLADARSHAN.COM

থেকে থেকে আরো খাবার
পড়ছে সেথা এসে,
ভরে গেছে কুত্তার পেট,
সরছে না তবু সে।
শীর্ণ-দুর্বল কুকুরের দল–
দূরে দূরে শুধু করে কোলাহল।
হঠাৎ তাদের কেউ এসে পড়লে কাছে–
হুঙ্কার ছেড়ে কুত্তা যায় তেড়ে তার পাছে।
জানে সে, দুর্বলেরা মিলবে না কোনদিন,
আলাদা-আলাদাই কেঁউ কেঁউ তারা করবে চিরদিন!
একটু ও তাই কুত্তা তার ছাড়েনা অধিকার,
যতই চেঁচাক ক্ষুধার্তরা, করুক চিৎকার।

মানুষের এ সমাজেও একই চিত্র পাই,
“ডাস্ট্‌বিনের কুত্তা”র সেথাও অভাব নাই।

শেষ-ট্রামের যাত্রী

মধ্যরাতে ট্রাম-ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে ক্লান্তদেহে–
চেয়ে আছি পথের দিকে চোখ-ভরা সন্দেহে।
শেষ পর্যন্ত আসবে তো, উদ্ধারকারী ট্রামটা?
নৈলে যে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যাবে প্রাণটা।
অবশেষে তার দেখা মেলে মৃদু-মন্দ আলোকে–
ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে বুড়ো ছানি-পড়া চোখে।
মারছে ড্রাইভার চাবুক তাকে ঘটাং ঘটাং ঘটাং,
মাঝ পথেতেই না হয় বুড়ো অকালে চিৎপটাং।
জরা জীর্ণ দেহখানি, শীর্ণ মলিন বেশ,
ভাঙ্গাচোরা পথে তার চলতে বড় ক্লেশ।
থামলো এসে, উঠলাম শেষে, বসলাম তার কোলে,
চললো দাদু হাঁপাতে হাঁপাতে, এদিক-ওদিক দুলে।
বললাম তাকে–প্রতিদিন তোমার কতো তো উপার্জন,
তবুও তোমার কেন এ দুর্দশা, এত কষ্টের জীবন?
তোমার আয়ে-ই তোমার কর্তারা চালান ভোগ-বিলাস,
দিন দিন তুমি-ই হচ্ছ আয়ুহীন, উঠছে নাভিশ্বাস।
কেউ তাকায় না তোমার দিকে, গোনে শুধু লাভের কড়ি,
হঠাৎ একদিন অকালে তোমার প্রাণটা যায় উড়ি।

এমনি করেই তোমাদের শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে চলে,
তোমরাই শুধু থাকো অনাহারে, অনাদরে ধরা তলে!
পার কর তবু কত নর-নারী, কত অশক্ত যাত্রী,
ভাবোনা নিজের কষ্টের কথা কখনো-ই দিনরাত্রি।
চিরদিন তোমরা ঝরিয়ে যাও এভাবেই রক্ত-ঘাম–
বঞ্চনাই শুধু তোমাদের জোটে, মেলেনা কোনো ইনাম!
বিদায় বেলা তোমাকে বন্ধু, আজ একথা শুধু বলে যাই–
পেয়োনা দুঃখ, নির্মম এ সভ্যতার আসল রূপ এটাই।

BANGLADARSHAN.COM

অর্থ-অনর্থ

অর্থেতে বিকিয়ে যায় মানব-মহিমা,
অর্থের দাসত্ব করে জ্ঞানের গরিমা!
অর্থের অভাবে হয় ব্যর্থ সব স্বপ্ন,
ডুবে যায় অন্ধকারে সব আশা-যত্ন।
অর্থছাড়া অর্থহীন আজকের জীবন,
অর্থের পিছনে তাই ছোটে বিশ্বজন।
‘সত্য-শিবও সুন্দর’ চলে যায় দূরে,
অর্থের ভাবনা শুধু জীবনটা জুড়ে।

অর্থ যার বহু আছে, অর্থ যার নাই–
দু’জনেই চিন্তান্বিত, উদ্বিগ্ন সদাই।
অর্থ দেয় ক্ষণ সুখ, কেড়ে নেয় শান্তি,
শুধুই অর্থের চিন্তা–জীবনের ভ্রান্তি।
অর্থলোভে মত্ত যারা–বাঁচে তার কম,
অর্থলিপ্সু–ঘাড়ে এসে শ্বাস ফেলে যম।

BANGLADARSHAN.COM

মইয়ের প্রতিশোধ

কতকাল ধরে আমার কাঁধে ভর দিয়ে
ওপরে উঠছো তুমি,
ভোগ করছো ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের স্বাদ।
অথচ, একদিন ও চেয়ে দেখোনি
তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া
আমার এই রুগ্ন দেহটার দিকে!
কখনো জানতে চাওনি আমার দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দশার কথা,
শুনতে চাওনি আমার হৃদয়-গভীরের শব্দহীন কান্না।
কাজ ফুরোলেই, প্রতিবার আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো
আস্তাকুঁড়ের পাশে–অবহেলা-উপেক্ষা আর অনাদরে!

আজ আমি অন্তঃসার শূন্য–
জীর্ণ-শীর্ণ শক্তিহীন আমার শরীর।
অথচ, আজো তুমি আমার ওপরে ভর দিয়েই
উঠতে চলেছো উপরের দিকে।
না মালিক, আজ আর তোমার ওই নধর দেহের ভার
সইতে পারলাম না আমি–
ভেঙ্গে পড়লাম–হুড়মুড় করে,
পড়ে গেলে তুমি ও, প্রচণ্ড শব্দে।
ফেটে গেলো তোমার মাথা–রক্তে রক্তময় চারদিক–
নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেলো তোমার দেহ।

হায় মালিক, যদি সময় থাকতে
একটু নজর দিতে আমার দিকে,
যদি সামান্য সহানুভূতি দেখিয়ে করতে পরিচর্যা,
বেঁচে যেতাম আমি–
অকাল-মৃত্যু হতোনা তোমারও।

BANGLADARSHAN.COM

রোবট-শিশু

মা-বাবারা শেষ ক'রে দেয় শিশুদের শৈশব,
দেয়না তাদের মুক্ত মনে করতে কলরব।
সারাক্ষণই পিছনে তাদের লেগে থাকে বাবা-মা,
একটু খেলতে দেখলে বলে—এক্ষুণি পড়তে যা।
দেয়না তাদের দেখতে এই সুন্দর পৃথিবীকে,
ছুটিয়ে বেড়ায় সারাটা দিন শুধু পড়ার দিকে।
সকাল হতেই স্কুলের তাড়া, ফিরতেই 'বাড়ির কাজ',
বিকেল বেলা কোচিং-এ যাওয়া, রাতে 'আণ্টির' আওয়াজ।
জড়িয়ে আসে ঘুম দু'চোখে—তবুও রেহাই নেই,
নাছোড়বান্দা মা-বাবা তার—'ফার্স্ট' যে হতে হবেই।
ব্যাগের ওজন শিশুর দ্বিগুণ, হাঁটতে পারেনা সোজা,
মা-বাবারা সবাই বেজায় খুসি, দেখে বইয়ের বোঝা।

BANGLADARSHAN.COM

এমনি করেই হারিয়ে যায়—শিশুর শৈশব-দিন,
হারিয়ে যায় তার স্বপ্ন-মন, তার কল্পনা-রঙিন।
আকাশভরা সূর্য-তারা, মেঘ-চাঁদের খেলা,
দেখেনা কেউ চক্ষু মেলে ফুল-পাখির মেলা!
স্বাধীন ভাবে ভাবনা ও চিন্তার নেই তাদের অবকাশ,
গৃহশিক্ষকদের 'বুষ্টার ডোজে' তাদের শিক্ষার বিকাশ।
এই শিশুরা পারবে কি করতে নতুন কিছু সৃষ্টি?
হারিয়ে ফেলছে তারা যে হায়, উদ্‌ভাবনের দৃষ্টি!
হৃদয়-হারা এই শিশু আর রোবটে ফারাক নাই,
রোবট-শিশুতে যাচ্ছে ছেয়ে আজ সমস্ত দেশটাই!

যাদের জন্য মা-বাবাদের এত চিন্তা ও পরিশ্রম—
তারাই শেষে ওই মা-বাবাদের পাঠায় বৃদ্ধাশ্রম!

শূন্য

শূন্য থেকে শুরু হয় হিসাব-নিকাশ,
শূন্যতেই ঘটে তার শেষ পরিণতি;
শূন্যলোকে ভেসে কারো আনন্দ-উল্লাস,
শূন্য পেয়ে কারো আসে জীবনে দুর্গতি!

শূন্য কিন্তু কখনোই মূল্যহীন নয়,
তারও আছে নির্দিষ্ট গাণিতিক রূপ,
শূন্য ছাড়া অঙ্কশাস্ত্র অসম্পূর্ণ রয়–
শূন্যতেই বিকশিত বিশ্বের স্বরূপ।

মহাশূন্য বলি যাকে, সেও শূন্য নয়,
তারো বুকে কত শত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
দৃষ্টির অলক্ষ্যে সেথা কত যে বিস্ময়–
কতনা রহস্য–লীলা চলে অবিরল।

BANGLADARSHAN.COM

শূন্য তাই তুচ্ছ নয়, সে যে পূর্ণ-ভাণ্ড,
জুড়ে আছে তার মাঝে কতো সব কাণ্ড!

গোঁফ-দাড়ির লড়াই

তুমুল লড়াই বেঁধেছিলো গোঁফেতে আর দাড়িতে,
যাচ্ছিলো যখন তারা আমার সাথে রেলগাড়িতে।
গোঁফ বলে–ওরে দেড়ো, চিরকাল তুই নীচে,
কেন আসিস আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে মিছে?
কর্তা আমায় ভালো বাসেন, তেল মেখে দেন তা,
তিনি যখন হেসে ওঠেন, আমিও হাসি হাঃ হাঃ।
ফাইন্ কাট্, বাটারফ্লাই, হিটলারী ও ভোজপুরী–
কতরূপে যে রাখেন মালিক আমায় সোহাগ করি!
আর ব্যাটা তুই দেড়োবাবা, এক জংলী হয়েছিস খাসা,
ভদ্দর লোকের মুখে বানাস উকুন-খুশ্‌কির বাসা!
নোংরা করিস মুখের শোভা, যেন ঘরের ঝুল,
যা না ছেড়ে, থাকগে হয়ে কচুরীপানার মূল।

BANGLADARSHAN.COM

ধীরে ধীরে ওঠে দাড়ি, বলে গম্ভীর সুরে–
বড্ড বাড় বেড়ে গেছিস মূর্খ গুম্ফো ওরে।
পেটে তোর থাকলে কিছু বলতিসনে এমন যা তা,
বলি–কখনো খুলে কি দেখেছিস ইতিহাসের পাতা?
মুনি-ঋষি মৌলবী-তপস্বী–যুগ যুগান্তর ধরে–
জ্ঞানের প্রতীক লম্বা দাড়ি রেখেছে কেমন করে!
দাড়িযুক্ত রবীন্দ্রনাথ–আহা, কী তার শোভা!
দাড়িহীন তিনি কি হতেন এত মনোলোভা?
বিজ্ঞলোকের লম্বা দাড়ি আর মূর্খলোকের গোঁফ–
বিশ্বজুড়ে জানে তা সবাই, জানিসনা তুই, ওফ্!
তাইতো বলি-ওরে গুম্ফো, কিছু পড়াশোনা কর,
মূর্খের মত যা-তা শুধু বকিসনে হড়বড়।
রূপের গর্ব-মিছেই করিস, ওরে বিশ্ববোকা,
দেখতে তো তুই কদাকার, বিকট শুঁয়োপোকা।
নীচে আমার জন্ম যদিও, চিরকাল আমি বড়,
ওপরে জন্মেও কর্মদোষে তুই চির ক্ষুদ্রতর।

থাম্ থাম্ ওরে গোঁফদাড়ি, চেঁচিয়ে বলি আমি,
দু'জনে তোরা শুরু করেছিস একি বাঁদরামি!
আবার যদি করিস শব্দ—দু'জনকেই ফেলবো চেঁচে,
বড় হওয়ার এ লড়াই তোদের পলকে যাবে ঘুচে।
এই না শুনে, চুপটি করে বসলো গোঁফ-দাড়ি—
তাকিয়ে দেখি-ষ্টেশনে আমার পৌঁছে গেছে গাড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

পুরুষের চোখে নারী

নারীর রূপ জরীপ করে পুরুষের চোখ,
ষোলো থেকে ছাপ্পান্ন-তারা যে-বয়সী-ই হোক

উচ্চতা তার কতটা, কেমন তার গড়ন,
রংটি তার শ্যামলা, না উজ্জ্বল গৌর-বরণ?
মুখটি তার লম্বাটে, না গোল চাঁদের মত,
নাক কি তার টিকালো, চোখ দুটো কি আয়ত?
মরালীর মত গ্রীবা তার, না কি বেঁটে-খাটো,
বক্ষ তার সমভূমি, না তরঙ্গ সু-উন্নত?
কটিদেশ কেমন তার, নিতম্বই বা কেমন,
গজেন্দ্রগামিনী সে, নাকি তার ঘোটকী-চলন?
বেণী তার ফণীর মত তোলে কি শূন্যে ফণা,
খোলা চুল মেলে কি দেয় মেঘের মত ডানা?
কথায় কি তার মাধুরী ঝরে, হৃদয় কি স্নিগ্ধ সরল,
শান্ত কি সে সরসীর মত, না তটিনীর মত চঞ্চল?
কোন্ পোষাকে মানায় তাকে, কোন্ রঙেতে ফোটে আলো–
পুরুষই পারে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালো।

পুরুষের চোখে পড়ার তরেই কি এত সজ্জা নারীর?
নইলে তার কেন দরকার এত গয়না ও শাড়ীর!

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির দিনে

ছুটির দিনে সবার মনে খুসির রোশনাই,
আমিই শুধু সেদিনটা হায়, আতঙ্কে কাটাই।
সকাল হতেই গিন্নী বলে–যাওনা বাজার,
চলি আমি থলি হাতে মুখটা করে ব্যাজার।
বাজার থেকে ফিরতেই, বলে-রেশন তুলতে হবে,
ছুটি আবার রেশন আনতে নিয়ে ঝোলা-ঝুলি সবে।
রেশন আনতেই বলে গিন্নী-তেল নুন নাই,
ব্যাগ নিয়ে মুদির দোকানে আবার ছুটে যাই।
ফিরে এসে রেগে বলি–টিফিন দেবার নেই নাম–
খালি এটা আনো, ওটা আনো বলে যাচ্ছো অবিরাম!
মিষ্টি হেসে বলে গিন্নী–আহ্ হা করছো কেন রাগ,
ছুটির দিনে এসব তো তোমারই কাজের ভাগ!
এই নাও টিফিন, খেয়ে দেয়ে ফুলগাছে দাও জল,
চারাগাছেরা সইতে কি পারে এত রোদের ধকল?
চান্‌টা কিন্তু করতে যেও একটু তাড়াতাড়ি,
জামা-কাপড় কাচা আছে–করতে হবে ইস্তিরি।
খাবার পরে দেখো আবার পোড়োনা ঘুমিয়ে–
যেতে হবে মেয়েটাকে গানের ইস্কুলে নিয়ে।
স্কুল থেকে ফিরতেই গিন্নী বলে রাঙা ঠোঁটে–
আজ কিন্তু মেলায় যাবো, কেটে পোড়োনা মোটে।

আমি গুনি প্রমাদ ভাইরে-শেষ মাসের কটা টাকা,
গিন্নীর সাথে মেলায় গেলে হবে তার সব-ই ফাঁকা।
কিন্তু আমায় কে বাঁচাবে–উপায় দেখিনা কিছু,
গোমরা মুখেই চলি তাই গিন্নীর পিছু পিছু।
গিন্নীর কথা শুনবে না–কার আছে কটা মুণ্ড,
কে চায় বাধাতে কুরুক্ষেত্র, ঘটাতে লঙ্কাকাণ্ড?
হাঁটতে হাঁটতেই ভাবি আমি–হায়রে পোড়া-কপাল,

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির দিনে এমনি করেই হয় কি সবে নাকাল?
মনে মনে ঠিক করি তাই—এবার ছুটি পেলেই—
হয়ে যাবো দূরে—ভো-কাট্‌টা—গিন্নী জাগার আগেই॥

BANGLADARSHAN.COM

বৃদ্ধ-যুবার বাক্‌যুদ্ধ

চুল পাকা এক বৃদ্ধলোক বসে খেলার মাঠের ধারে
দেখছিলো ছোটদের হই-চই মনোযোগ সহকারে।
এমন সময় এক যুবক এসে বলে, ওহে বেতো বুড়ো,
তিনকাল গিয়ে তো এককাল ঠেকেছে, এবার কেটে পড়ো।
বেঁচে থেকে আর কেন বাড়াচ্ছো এই পৃথিবীর বোঝা,
যমের দুয়ার তো খোলাই আছে, যাওনা চলে সোজা।
প্রেশার-সুগার, বাত-হাঁপানি—যত খুচরো পাপ,
এসব নিয়ে আর কতকাল বেঁচে থাকবে বাপ?
যত তাড়াতাড়ি গোটাবে পাততাড়ি, ততোই কষ্ট কম,
হাঁপছেড়ে বাঁচে বাড়ির লোকও, নিতে পারে কিছু দম।

ঝাপসা চোখে তাকায় বৃদ্ধ, বলে—ওরে, মূর্খ-অর্বাচীন,
ভাবছিস তুই চিরকাল-ই থাকবি এমনি নবীন!
মহাকালের ছোবল কাউকেই করে নারে রেয়াত,
তোর এই শক্তি—দম্ভও একদিন হবে ধূলিসাৎ।
আমারি মতন ধুঁকবি তখন, থাকবি এমনি বসে,
তোর মতোই দুর্বিনীত কেউ বলবে কুকথা এসে।
তখন কি তোর লাগবে ভালো, থাকবে কি সম্মান?
বুড়ো লোকদের তাই ওরে, করিসনে অসম্মান।
আজকে যারা শিশু-যুবক, কাল হতে তারাই বৃদ্ধ,
তুইও কি চাস জুটুক তোর ও এমনি আদ্যশ্রাদ্ধ?
বৃদ্ধলোকদের যারা শ্রদ্ধা করেনা তার পশুরও অধম,
ব্যর্থ তাদের সব শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যর্থ তাদের মানব-জনম।

অপরাধ-বোধে লজ্জিত যুবক বৃদ্ধের কাছে এসে—
বলে—দাদু, অন্যায় করেছি, এই কান মলছি কষে।
যুবকের মাথায় হাত রেখে তখন সস্নেহে বলে বৃদ্ধ—
নতুন জন্ম আজ হ'লোরে তোর, এখন থেকে তুই শুদ্ধ॥

BANGLADARSHAN.COM

মহাকাল এক্সপ্রেস

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে-মহাকাল এক্সপ্রেস–
যুগ-যুগান্তর ধরে–অবিরাম এক অন্তহীন পথে।
পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রত্যন্তে–তার অবাধ আনাগোনা,
প্রতিটি স্থানেই রয়েছে–তার ওঠা-নামার ষ্টেশন।
চলতে চলতে যখন-ই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থামে তার গতি–
হুড়মুড় করে নেমে পড়ে–নতুন নতুন প্রাণ–
আশ্রয় নেয় তারা পৃথিবীর এই পান্থশালায়।
তেমনি আবার যাদের ফুরিয়ে যায় থাকার মেয়াদ–
এক অতীন্দ্রিয় শক্তির আকর্ষণে তারা উঠে পড়ে ঐ ট্রেনে–
পাড়ি দেয় এক অজানা অচিন দেশে।

মহাকাল এক্সপ্রেস কোথা থেকে আসে–কিংবা কোথায় যায়
–কেউ জানে না।
BANGLADARSHAN.COM
আমরা শুধু অনুভব করি–তার অদৃশ্য আনাগোনা,
নীরবে-নিঃশব্দে সেই ট্রেনে প্রাণীদের আসা-যাওয়া।
এভাবেই একদিন আমরা সবাই এসেছি এ পৃথিবীর বুকে।
জড়িয়ে গেছি হাসি-কান্নার লীলা-খেলায়।
জানি, আবার একদিন ঐ ট্রেন আসবে–
আমাদের তুলে নিতে।
কিন্তু কবে-কখন-কিভাবে–কেউ জানি না।
আমরা শুধু জানি–সে আসবেই।
আজ না হোক, কাল, কাল না হোক পরশু;
না হলে-পরে, অন্য যে কোন দিন, যে কোন সময়।
মহাকাল এক্সপ্রেস কাউকেই তুলে নিতে ভুল করে না–

মেয়াদ-ফুরোনো যাত্রীদের নিতে
করেনা সে কোনও ভুল,
হিসাবে তার হয়না গোলমাল–
হয়না দেরী একচুল॥

শান্তির সন্ধানে

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল–
আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি,
কোথাও শান্তি নেই।
কখনো ছুটে গেছি উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরে,
কখনো দুর্গম গুহায়,
কখনো বা নিবিড় অরণ্যের গভীর প্রদেশে–
শান্তি খুঁজে পাইনি কোথাও।
ছুটে গেছি বারবার-মন্দিরে-মসজিদে, গীর্জা ও মঠে,
জিজ্ঞাসা করেছি জনে জনে–
আপনি কি কোথাও শান্তির সন্ধান পেয়েছেন?
–সঠিক উত্তর দেয়নি কেউ।
কেউ বলেছে–শান্তি থাকে মনে,
কেউ বলেছে, বনে,
আবার কেউ বা বলেছে–মরণে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্গে দেবতারা ও শান্তিতে নেই–
মাঝে মাঝেই সেখানে অসুর-দানবের উট্‌কো ঝামেলা।
তাছাড়া নিজেদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঠাণ্ডা-যুদ্ধতো আছেই।
পাতালপুরিতে দুরাত্মাদের হানাহানি আর খুনোখুনি তো
লেগেই আছে চিরকাল।

আর এই মর্ত্যলোকে?
এখানেও আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
পাতাল পুরির সেই অসুর দানবেরা–
তছনছ করে দিচ্ছে মানুষের জীবন।
তবুও মানুষ ছুটছে শান্তি-মরীচিকার পিছনে–প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।
করছে–যাগ-যজ্ঞ-হোম, করছে, পুরোহিত বলছে–
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ সর্ব্বশান্তি।
কিন্তু, তাতে ও কি শান্তি আসছে জীবনে?

মুক্তি

মুক্তি তো চাই আমরা সবাই–
মুক্তি কি কেউ পাই?
অক্টোপাশের বাঁধনে আবদ্ধ
আমরা যে সবাই!
যেদিন প্রথম জন্ম নিই
এই ধরণী-তলে,
সেদিন থেকেই শুরু হয়
বন্ধন পলে পলে।
শৈশবে থাকে স্নেহের বন্ধন,
যৌবনে বন্ধন কর্মের,
প্রৌঢ়ত্বে বন্ধন সংসার-মায়া,
বার্দ্ধক্যে বন্ধন ধর্মের।
যতদিন থাকে কামনা-বাসনা,
হয়না কোন ও মুক্তি,
মুক্তি পেতে হলে ছাড়তেই হবে
মনের সব আসক্তি।
অথচ এই আসক্তিতেই গড়া
মানুষের জীবন,
চাওয়া-পাওয়ার পিছেই সবে
ছুটছে সারাক্ষণ!
মুক্তি মেলে তখন-ই, যখন
ছিন্ন হয় পিছু-টান,
পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে এই
নশ্বর দেহ ও প্রাণ॥

BANGLADARSHAN.COM

কবির প্রার্থনা

চিন্তাহীন একটি দিন দাও হে প্রভু,
নিবিড় নিদ্রাময় দাও একটি রাত;
জীবনে সুখের সন্ধান পাইনি কভু,
দুঃখের সাথেই সদা হয়েছে সাক্ষাৎ।

আঘাতে-সংঘাতে শুধু হয়েছি বিক্ষত,
জীবনের রণাঙ্গনে নিত্য নিশিদিন;
স্বপ্ন ও কল্পনা সব হয়ে গেছে ব্যর্থ,
পেয়েছি হতাশা শুধু বিষাদ-মলিন।

হে প্রভু, দাও আমায় দৃঢ় মনোবল,
সব বাধা অনায়াসে যেন করি জয়;
দাও আমায় শক্তি ও সাফল্য উজ্জ্বল,
জীবনের পথ যেন হয় দীপ্তিময়।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার আশীর্বাদের উদ্দীপ্ত কিরণে–
উদ্ভাসিত করো প্রভু, আমায় ভুবনে।

॥সমাপ্ত॥